# একক ৬ ❐ রূপতত্ত্ব

*গঠন*

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প

৬.৪ রূপকল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

৬.৫ রূপকল্পের শ্রেণিবিভাগ

৬.৬ রূপকল্প-রূপবিকল্প নির্ণয়ের পদ্ধতি

৬.৭ বাংলা শব্দবিভক্তি

৬.৮ বাংলা ক্রিয়াবিভক্তি

৬.৮.১ সমাপিকা ও অসমাপিকা

৬.৮.২ অকর্মক-সকর্মক-দ্বিকর্মক

৬.৮.৩ সংযোগমূলক ও যৌগিক ক্রিয়া

৬.৮.৪ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

৬.৮.৫ ধাতুরূপবিকল্প

৬.৮.৬ সাধু চলিত

৬.৮.৭ সমাসবদ্ধ শব্দ

৬.৯ সারাংশ

৬.১০ অনুশীলনী

৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

## ৬.১ উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠ করলে জানতে পারবেন—

- ভাষাতত্ত্বে রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প—এই তিনটি ধারণা এবং তাদের সম্পর্ক
- রূপকল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
- রূপকল্পের শ্রেণি/রূপকল্প ও রূপবিকল্প নির্ণয় পদ্ধতি

- বাংলা রূপতত্ত্বে শব্দরূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
- বাংলা রূপতত্ত্বে ক্রিয়ারূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

## ৬.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন যে ধ্বনিকল্প হল ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থহীন একক যার সমন্বয়ে ভাষার বিভিন্ন মাপের অর্থপূর্ণ এককগুলি তৈরি হয়।

আমরা ভাষার সবচেয়ে বড়ো একক হিসেবে বাক্য বা অনুচ্ছেদ ইত্যাদিকে জানলেও, সবচেয়ে ছোটো অর্থপূর্ণ একক কী—এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সকলেই একবাক্যে বলব শব্দ।

শব্দকে ভাষার সবচেয়ে ছোটো অর্থপূর্ণ একক হিসেবে গণ্য করার পিছনে অন্তত দুটি কারণ আছে।

প্রথমত আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনো মাতৃভাষার ব্যবহারকারী হিসেবে সবচেয়ে বেশি সচেতন ভাবনা চিন্তা করি ভাষার শব্দ নিয়ে। কোনো কথা বলার জন্য কোন্ শব্দটির ব্যবহার সবচেয়ে উপযুক্ত, বা এই শব্দটির বদলে ওই শব্দটি ব্যবহার করলে কথার মানে বদলে যাবে, অথবা আরও প্রাঞ্জল হবে বা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে শ্রোতার কাছে বা শ্রোতা খুশি হবে এবং ফলে যে কাজের উদ্দেশ্যে ভাষা ব্যবহার করছি সেই কাজটা আরও ভালোভাবে সম্পন্ন হবে ইত্যাদি হিসেবগুলোই আমাদের ভাষাভাবনার বেশিরভাগ অংশটুকু জুড়ে থাকে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করার সময়ে আমরা কী কী ধ্বনি কেমনভাবে সমন্বিত করে কীভাবে উচ্চারণ করব বা শব্দগুলিকে কীভাবে পরপর বাক্যে সাজাব তা নিয়ে তেমন সচেতনভাবে ভাবনা চিন্তা করি না। অথচ এটা করা দরকার ভাষা ভাবনা মুখ্য উল্লেখযোগ্য কাজ হল পছন্দই শব্দ বাছাই। এটা সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত, একজন সাক্ষর মানুষ হিসেবে আমরা ভাষার শব্দকে একটা সুনির্দিষ্ট আভিধানিক চেহারায় দেখতে পাই। অর্থাৎ ভাষার ছাপানো অভিধানে সেই ভাষার সমস্ত শব্দকে একটা রেডিমেড চেহারায় দেখতে পাই। কিন্তু বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা এরকম কোনো রেডিমেড চেহারার সংকলন পাই না। যা পাই তা হল একগুচ্ছ ব্যবহারিক সূত্র। যে সূত্রগুলি শিখে ভাষায় তার প্রয়োগ করতে হয় এবং এই কাজটা চলে অবচেতনে। কিন্তু অভিধানের শব্দ শেখা স্মৃতির দাবি করে—ফলে শব্দ শেখার প্রক্রিয়া বেশ সচেতন।

এই সব কারণেই সাধারণ অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক বলতে আমরা শব্দকেই বুঝি। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান শব্দকে ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ এককের মর্যাদা দেয় না। শব্দের চেয়েও ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ একক হিসেবে ভাষাবিজ্ঞান চিহ্নিত করে 'রূপ'কে (morph)। 'রূপ' কথাটি ধ্বনি বা শব্দের মতো তেমন স্বচ্ছ নয়। কারণ প্রথাগত ব্যাকরণ ও প্রচলিত অভিধানের সৌজন্যে আমরা ধ্বনি ও শব্দ কথা দুটির অর্থ যেভাবে বুঝি 'রূপ' কথাটি সেভাবে বুঝি না। ভাষা বিচ্যুত 'রূপ' কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত সেই অর্থের সঙ্গে শব্দরূপ ও ধাতুরূপ শব্দদুটিতে ব্যবহৃত রূপের সাযুজ্য আছে।

এবার আমরা 'রূপ' কথাটিকে অন্য নামে আর একটু স্পষ্টভাবে চিনতে ও বুঝতে চেষ্টা করি।

প্রথাগত ব্যাকরণের সৌজন্যে আমরা জানি যে শব্দের, বিশেষ বিভক্তিযুক্ত শব্দের ব্যাকরণগত নাম পদ।

সুতরাং আকাশটা এই শব্দটা একটি পদ। এই পদটিকে ভাঙা যায় পদের দুটি অণুতে -আকাশ ও টা। আমরা জানি এই দুটি অণুরই নিজস্ব অর্থ আছে—আকাশ মানে কী তা সকলেই জানে এবং টা-এর অর্থ

নির্দিষ্টতা। এবং এই দুটি অণুকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ অণুতে ভাঙা যায় না। বাংলায় কাশ বলে অর্থপূর্ণ শব্দ আছে বটে কিন্তু সেই কাশ আর আকাশ-এর কাশ যে এক নয় তা বলাই বাহুল্য।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি আকাশটা পদটির দুটি পদাণু আকাশ ও টা। এই পদাণুই হল 'রূপ'। পদ ও পদাণু এই দুটি নাম যতটা স্বচ্ছ সম্পর্কে আবদ্ধ, পদ ও রূপ এই দুই নাম ততটা স্বচ্ছতা দেয় না। 'পদাণু' নামটি প্রবাল দাশগুপ্তের প্রস্তাব। শব্দটিতে স্বচ্ছতা থাকলেও যেহেতু বাংলা ভাষাতত্ত্বে বহুল প্রচলিত নাম হল 'রূপ', তাই এই আলোচনায় 'পদাণু'র বদলে 'রূপ' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। ধ্বনিতত্ত্বের ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প এই শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করে এখানে রূপতত্ত্বে তিনটি অনুরূপ ধারণার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

এছাড়াও পদাণু নামটি ব্যবহার করলে তিনটি ধারণার জন্যে আমাদের বলতে হয় - পদাণু - পদাণুকল্প - পদাণুবিকল্প। এক্ষেত্রে নামগুলো একটু বেশি লম্বা লম্বা হয়ে যাচ্ছে যা কোনো টেকনিকাল আলোচনার পক্ষে খুব একটা সুবিধেজনকও নয়। 'পদাণুর' বদলে 'রূপ' ব্যবহার করা পক্ষে এটিও একটি যুক্তি।

বর্তমান এককে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে (১) রূপ (morph) - রূপকল্প (morpheme) - রূপবিকল্প (allmorphn)—এই তিনটি ধারণার। (২) রূপকল্পের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা। (৩) রূপকল্প-রূপবিকল্প নির্ণয় পদ্ধতি (৪) বিভিন্ন প্রকার রূপকল্প ও রূপবিকল্পের আলোচনা এবং (৫) বাংলা রূপতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

## ৬.৩ রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প

ধ্বনিস্তরে ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্প এই তিনটি ধারণার মতোই ভাষার 'রূপ'-এর স্তরে রয়েছে রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প—এই তিনটি ধারণা।

**উদাহরণ ঃ**

| ১। | **ক** | **খ** |
|---|---|---|
| | দেশ | দেশের |
| | পাখি | পাখির |
| | নদী | নদীর |
| | ঘর | ঘরের |
| | আকাশ | আকাশের |
| | পুজো | পুজোর |
| | রাত | রাতের |
| | পাখা | পাখার |
| | কথা | কথার |
| | মুখ | মুখের |

ওপরের ‘ক’ ও ‘খ’ স্তম্ভের শব্দগুলোর মধ্যে তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে ‘ক’ স্তম্ভের শব্দগুলোকে আর কোনো অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতর এককে ভাঙা যায় না। অর্থাৎ দেশ, পাখি, নদী, আকাশ, ঘর, পুজো, রাত, পাখা, কথা, মুখ—এইগুলি প্রত্যেকটি হল ভাষার অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক পদাণু বা রূপ।

তুলনায় ‘খ’ স্তম্ভের শব্দ বা পদগুলিতে একাধিক ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক রয়েছে। যেমন দেশ +এর = দেশের, পাশি +র =পাখির এই এইভাবেই নদী +র, আকাশ+এর, ঘর+এর, পুজো+র, রাত+এর, পাখা+র, কথা+র ও মুখ+এর। ‘খ’ স্তম্ভের প্রতিটি শব্দের অর্থ হল তার অনুরূপ ‘ক’ স্তম্ভের শব্দটির অর্থ সম্বন্ধ পদসূচক অর্থ। অর্থাৎ ‘খ’ স্তম্ভের প্রতিটি শব্দ/পদ দুটি করে রূপ/পদাণুর সমন্বয়ে তৈরি এবং দুটিরই নির্দিষ্ট চেহারা ও অর্থ আছে। ‘খ’ স্তম্ভের শব্দুগলির দ্বিতীয় রূপ/পদাণুগুলি নেওয়া যাক। এখানে আমরা এই রূপগুলির দুরকম চেহারা পাচ্ছি—কোথাও এর আবার কোথাও র। যেমন,

২।

| | | | |
|---|---|---|---|
| দেশ<br>আকাশ<br>ঘর<br>রাত<br>মুখ | + এর | পাখি<br>নদী<br>পুজো<br>পাখা<br>কথা | + র |

এর এবং র চেহারায় দুরকম হলেও এদের অর্থ কিন্তু এক। এবং বাংলাভাষী হিসেবে আমরা জানি যে ভাষায় এই দুটি রূপেরই দুটি ভিন্ন চেহারা, দুটি ভিন্ন রূপ নয়। দুরকম চেহারার পিছনে থাকা একটি রূপকে এখানে এর বা /er/ বলে উল্লেখ করা যাক। সুতরাং বলা যায় বাংলায় / er/ হল একটি রূপকল্প, যার বাস্তবে দুধরনের চেহারা বা রূপবিকল্প দেখা যায়—/ -er / ও / -r/ সূত্রটা এইভাবে শুরু করা যায়—

৩। {–r} → / –er /
→ / –r /

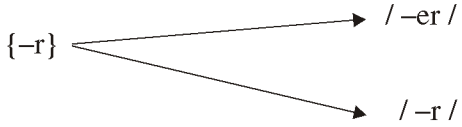

এটি অসমাপ্ত সূত্র। কারণ ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা থেকে আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে ভাষায় বিকল্পের উচ্চারণ সবসময়েই শর্তাধীন। কিন্তু এই সূত্রে কোনো শর্তের উল্লেখ এপর্যন্ত নেই। এ প্রসঙ্গো পরে আসছি। আগে এই অসমাপ্ত সূত্রটিরই ব্যাখ্যা করি।

দ্বিতীয় বন্ধনীর { }-র অন্তর্ভুক্ত উপাদান হল রূপকল্প, আর বাঁকা দাগের অন্তর্ভুক্ত উপাদান হল ধ্বনিতাত্ত্বিক বা ধ্বনিকল্পের নিরিখে তারই উচ্চারণযোগ্য চেহারা। অর্থাৎ এখানে পড়তে হবে রূপকল্প {-er} এর উচ্চারণ হয় /-er/ এবং /-r/ । -er/ বা /-r/ এর আগের ছোট্ট হাইফেনটির অর্থ /-er/ বা /-r/ কোন রূপকল্পের পরে বসে যেমন, দেশ, ঘর, পাখি ইত্যাদি রূপকল্পের পরে বসে /-er/ বা /-r/ ।

আশা করি এ পর্যন্ত সূত্রের পাঠটি প্রাঞ্জল হয়েছে। এই পাঠটিই আরো সোজাসাপটা ভাষায় বলা যায়। রূপকল্প {-er} এর দুটি রূপবিকল্প /-er/ এবং /-r/ ।

এবার শর্তাধীনতার প্রসঙ্গ। ২-এর দুটি গুচ্ছ (set) বিচার করে বলতে পারি আমরা ভাষায় /-er/ পাই কোনো ব্যঞ্জনান্ত রূপকল্পের পর (যেমন আকাশ, ঘর, দেশ, রাত মুখ) আর /-r/ পাই কোনো স্বরান্ত রূপকল্পের পর (যেমন—পাখি, নদী, পুজো, পাখা, কথা)। এই শর্তের উল্লেখ করলে অসম্পূর্ণ ৩ হয় ৪ ঃ

৪।

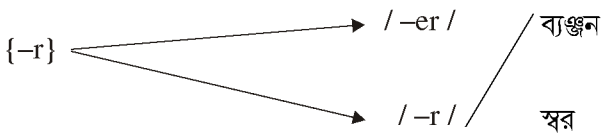


আশা করি ৪ এর পাঠে কোনো অসুবিধা নেই। এবার ফিরে যাই রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প প্রসঙ্গে।

ভাষায় বাস্তব উচ্চারণে ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক হিসাবে আমরা যা পাই তাই হল রূপবিকল্প। একাধিক রূপবিকল্পের শর্তাধীন উচ্চারণের পশ্চাৎপটে আমাদের মানসিক স্তরে, যা বিরাজ করে তা হল রূপকল্প।

আর সাধারণভাবে প্রতিটি অনির্ধারিত রূপবিকল্পই হল 'রূপ'।

অর্থাৎ ধ্বনি-ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্পের মতোই রূপ ও রূপবিকল্প হল বাস্তব স্তরের ধারণা—এর মধ্যে রূপবিকল্প হল কোনো রূপকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপ মাত্র। আর রূপকল্প হল এই বাস্তব ধারণা রূপ ও রূপবিকল্পের তুলনায় বিমূর্ততর মানসিক স্তরের ধারণা।

আমাদের উদাহরণে /-er/ ও /-r/ দুটিই হল রূপ। তবে {-er} এই রূপকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে /-er/ ও /-r/ হল দুটি রূপবিকল্প।

বাংলা ভাষাতত্ত্বের রূপকে শব্দাঙ্গ বা অঙ্গ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

রূপকল্প বিভিন্ন বইয়ে রূপিম, রূপমূল, মূলরূপ ও অঙ্গকল্প বলে উল্লিখিত।

রূপবিকল্পের বিভিন্ন নাম হল সহরূপ, উপরূপ, সহরূপমূল, পরিপূরক রূপ ও অঙ্গবিকল্প।

রূপতত্ত্ব হল ব্যাকরণের সেই অংশ যেখানে ভাষার রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাদের গঠন প্রক্রিয়া, শ্রেণিকরণ, রূপকল্প ও রূপবিকল্প নির্ধারণ, রূপকল্পের সমন্বয়ে ভাষার বৃহত্তর একক শব্দ বা পদ গঠন ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া হয়।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বর্ণনামূলক ব্যাকরণের দুটি প্রধান ভাগ হিসেবে দেখানো হল রূপতত্ত্ব ও অন্বয়তত্ত্বকে। রূপতত্ত্বের বিষয়বস্তু তো উল্লেখ করা হল। অন্বয়তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল কীভাবে পদ ও শব্দকে পর পর অন্বিত করে বাক্যগঠন করা হয় সেই পদ্ধতি। বাক্যই যে বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সবচেয়ে বড়ো একক তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ব্যাকরণ হল ঃ

## ৬.৪ রূপকল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

ভাষাবিজ্ঞানে রূপকল্পের সহজতম সংজ্ঞা হল ঃ ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক। তবে বলাই বাহুল্য যে এটি সহজতম হলেও একমাত্র সংজ্ঞা নয়। ধ্বনিকল্পের মতোই রূপকল্পের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করে এক একজন ভাষাবিজ্ঞানী এক এক রকম সংজ্ঞা দিয়েছে। যেমন গ্লিসন (১৯৬৬) বলেছেন সাধারণত রূপকল্প হচ্ছে ধ্বনিকল্পের ছোটো পরম্পরা। এইসব পরম্পরা বার বার ফিরে আসে তবে পুনরাবৃত্ত পরম্পরাগুলি সবই কিন্তু রূপকল্প নয় ... ... রূপকল্পকে ভাষা - কাঠামোর ক্ষুদ্রতম অর্থগত একক হিসেবে বর্ণনা করা দরকার ইত্যাদি।

আবার ব্লুমফিল্ড (১৯৬৩) বলেছেন—

রূপকল্প হল এমন একটি ভাষিক রূপ যার সঙ্গে অন্য একটি রূপের ধ্বনিগত অর্থগত কোনো আংশিক সাদৃশ্য নেই।

আর ভাষাবিজ্ঞানী নিডা (১৯৬৫) দিয়েছেন উপরোক্ত সহজ সরল সংজ্ঞাই অর্থাৎ রূপকল্প হল ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক।

আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য হল রূপকল্পের স্বরূপ চেনা। এই উদ্দেশ্যকে মনে রেখে, বিভিন্ন সংজ্ঞার বহুমতের মধ্যে না জড়িয়ে, রূপকল্পের সংজ্ঞা হিসেবে সহজতমটির গ্রহণ করা হল। পাশাপাশি রূপকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

### ● রূপকল্প হল ধ্বনিকল্পের ছোটো ছোটো পরম্পরা—

রূপকল্প হল ধ্বনিকল্পের ছোটো ছোটো পরম্পরা এ কথার অর্থ সাধারণত কয়েকটি ধ্বনিকল্পের সমন্বয়ে তৈরি হয় একেকটি রূপকল্প। যেমন বাংলায় /pa/ রূপকল্পে আছে /p+a/ দুটি ধ্বনিকল্প, /pata/তে চারটি /P+a+t+a/ ; rɔKto/তে পাঁচটি /r+ɔ+k+t+o/, /din/এ তিনটি /d+i+n/, /prithibi/তে ছয়টি /P+r+i+t+h+i+b+i/ ইত্যাদি। প্রতিটি রূপকল্পের অন্তর্গত তার নিজস্ব ধ্বনিপরম্পরাটি কিন্তু সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ /din/ রূপকল্পে ধ্বনিকল্পের /d+i+n/-এই পরম্পরা সুনির্দিষ্ট। এটা কখনোই /n+i+d/ বা /i+d+n/ বা /i+n+d/ ইত্যাদির কোনোটাই হবে না।

### ● এই পরম্পরা ভাষায় বার বার ফিরে আসে—

৫। নীচের উদাহরণগুলো দেখা যাক—

| | |
|---|---|
| /pa/ | পা |
| /rɔnpa/ | রণপা |
| /padani/ | পাদানি |
| /pãcpa/ | পাঁচপা (সাপের পাঁচপা) |
| /dupa/ | দুপা (দুপা হাঁটা) |

এখানে পা রূপকল্পে ধ্বনিকল্পের পরম্পরা হল /pa/ এবং এই পরম্পরাটি ভাষার বিভিন্ন শব্দে বারবার ফিরে আসছে। এখানে অন্তত চারটি শব্দে—রণপা, পাদানি, পাঁচপা, দুপা—এই /pa/কে আমরা পাচ্ছি একই অর্থে।

আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যাক -/-be/ রূপকল্প

৬। /korbe/ করবে /pabe/ পাবে

/khabe/ খাবে /nebe/ নেবে

/porabe/ পড়বে /hasbe/ হাসবে

/Sobe/ শোবে /ghumobe/ ঘুমোবো

/jabe/ যাবে /kamrabe/ কামড়াবে /purbe/ পুড়বে ইত্যাদি

এখানে সর্বত্রই এবং এছাড়াও বাংলার অজস্র শব্দে ভবিষ্যৎ কাল অর্থে ধ্বনিকল্পের এই পরম্পরা বার বার ফিরে আসে, পুনরাবৃত্তি হয়।

### ● কিন্তু পুনরাবৃত্ত পরম্পরাগুলি সবই রূপকল্প নয়—

আরেক সেট উদাহরণ দেখা যাক

৫। /ɔporupa/ অপরূপা /kãpa/ কাঁপা

/Serpa/ শেরপা /hæpa/ হ্যাপা

/pagol/ পাগোল /Kɔpal/ কপাল

/pata/ পাতা

ওপরের উদাহরণগুলিতেও আমরা /pa/ এই ধ্বনিকল্প পরম্পরাকে পাচ্ছি। চারটি উদাহরণে /pa/ রয়েছে শব্দান্তে ঠিক ৫-এর উদাহরণের মতো। দুটিতে /pa/ শব্দের আদিতে এবং একটিতে শব্দের মাঝখানে। কিন্তু ৫-এর উদাহরণের ধ্বনিকল্প পরম্পরা /pa/ এবং ৭-এর /pa/ চেহারায় এক হলেও ভাষায় তারা কোনোভাবেই অভিন্ন নয়। অর্থাৎ রণপা-র পা এবং অপরূপা, শেরপা, কাঁপা, হ্যাপা ইত্যাদির পা সমার্থক নয়। বাংলাভাষী হিসেবে আমরা সকলেই সুস্পষ্টভাবে এই তথ্য জানি যে ৫-এর উদাহরণে /pa/ একটি রূপকল্প, কিন্তু ৭-এর উদাহরণে /pa/ কোনো স্বতন্ত্র রূপকল্পই নয়।

এই আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে যে-কোনো রূপকল্পের ধ্বনিকল্প পরম্পরা মাত্রই সেই রূপকল্প নয়, তারা একই চেহারার ভিন্ন রূপকল্প হতে পারে বা অন্য রূপকল্পের অংশও হতে পারে।

### ● রূপকল্প ভাষার অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক

ভাষা শরীর প্রধানত দু-ধরনের ক্ষুদ্রতম মৌলিক উপাদানে গড়ে ওঠে—(১) ক্ষুদ্রতম অর্থহীন একক, অর্থাৎ ধ্বনিকল্প এবং (২) ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক, অর্থাৎ রূপকল্প। উদাহরণ ঃ

৫। /diner Sese ghumer dese ghomta pɔra oi chaĕ a/ দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া। এই চরণে প্রতিটি শব্দকে রূপকল্পে বিশ্লেষণ করলে পাব

| | | |
|---|---|---|
| ৯। | diner = din + er | দুটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ |
| | Sese = Ses + e | দুটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ |
| | ghumer = ghum + er | দুটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ |
| | deSe = deS + e | দুটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ |
| | ghomta | একটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ |
| | pɔra pɔr + a | দুটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ |
| | oi | একটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ |
| | chaĕ a | একটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ |

এখানে প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ এককই একেকটি রূপকল্প। তারমধ্যে /-er/ ও /-e/ দুবার এসেছে চরণটিতে।

ক্ষুদ্রতম কথাটির অর্থ সহজবোধ্য—অর্থ অবিকৃত রেখে যাকে আর ছোটো অংশে ভাগ করা যায় না। কিন্তু অর্থপূর্ণ কথাটি প্রায়শই সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ অর্থ নানা ধরনের হয়। অর্থ কখনো খুব স্পষ্ট ও মূর্ত—যেমন, এখানে দিন, ঘুম, দেশ, পর, ওই ছায়া, শেষ ইত্যাদির অর্থ খুব স্পষ্ট এবং তা স্পষ্টভাবেই অভিধানে উল্লিখিত। আবার এর, এ, আ ইত্যাদির তত স্পষ্ট অভিধানিক অর্থ নেই। কিন্তু এরা ব্যাকরণের খাতিরে শব্দের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। এই ব্যাকরণের প্রয়োজনকে যদি বলি ব্যাকরণগত অর্থ তাহলে বলা যায় এই যে, বাক্যগুলির আভিধানিক অর্থের তুলনায় ব্যাকরণগত অর্থটাই বেশি জরুরি। এবং তারই ভিত্তিতে এই এককগুলি এবং এদের সঙ্গে তুলনীয় আরও অজস্র একক ভাষায় অর্থপূর্ণ বলেই বিবেচিত।

অন্যভাবে বলি। অর্থ দু ধরনের অভিধানিক অর্থ এবং ব্যাকরণগত অর্থ। ভাষার কোনো ক্ষুদ্রতম এককের আভিধানিক বা ব্যাকরণগত যে-কোনো এক ধরনের অর্থ থাকলেই সেই এককটি ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক বলে গ্রাহ্য হবে।

● **অর্থ অবিকৃত রেখে এই ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ এককে আর ভাঙা যায় না।**

উদাহরণ দিই ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১০। | /pa/পা | /pagol/পাগোল |
| | /bhu/ভূ | /bhugol/ভূগোল |
| | /gol/গোল | |

বাংলা পা, ভূ এবং গোল তিনটি স্বতন্ত্র রূপকল্প। এবার দেখা যাক ডানদিকের কলম। প্রথমে পাগল। পাগল এর মধ্যে আমরা /pa/ এবং /gol/ এই ধ্বনিকল্প পরম্পরাকে দেখতে পাই। অর্থাৎ পাগল কে আমরা /pa/ ও

/gol/ দুটি অংশে ভাগ করতে পারি—কিন্তু তাতে পাগল কথাটার অর্থ বজায় থাকবে না, অর্থ বিকৃত হবে। টুকরো অংশগুলোতে আমরা পাগল-এর অর্থ আদৌ খুঁজে পাবো না। পাবো /pa/ আর /gol/ এই দুটি স্বতন্ত্র রূপকল্পকে।

বিপরীত দিক থেকে বলা যায় যদি /pa/ আর /gol/ এর সমন্বয়ে pagol তৈরি হত তাহলে এই দুটি রূপকল্পের অর্থ /pagol/ রূপকল্পে খুঁজে পাওয়া যেত। যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি /bhugol/ এর ক্ষেত্রে। ভূগোল-এর চেহারাতে /bhu/ ও /gol/ এর সমহার এবং অর্থেও এই দুটি রূপকল্পের অর্থের সমন্বয়।

কিন্তু পাগল নিজেই একটি স্বতন্ত্র রূপকল্প।

অতএব সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ৮-এর উদাহরণে মোট চারটি রূপকল্প—পা, ভূ, গোল, পাগল। আর ভূগোল হল ভূ আর গোল মিলিয়ে তৈরি একটি শব্দ, স্বতন্ত্র রূপকল্প নয়।

### ● রূপকল্প ধ্বনিকল্পের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যায় না

একটি রূপকল্প সাতটি ধ্বনিকল্পের পরম্পরা হতে পারে। যেমন, /c⊃ndona/ চন্দনা (পাখি) ; ছটি ধ্বনিকল্পের পরম্পরা হতে পারে যেমন /poscim/ পশ্চিম ; পাঁচটির হতে পারে, যেমন /uttor/ উত্তর ; চারটির হতে পারে, যেমন /tala/ তালা ; তিনটির, যেমন /car/ চার ; দুটির, যেমন - মা /ma/ ; আবার কেবলমাত্র একটি ধ্বনিকল্প দিয়েও তৈরি হতে পারে, যেমন /o/ ও।

অর্থাৎ কোন রূপকল্পে কটা ধ্বনিকল্প থাকবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে লম্বা লম্বা রূপকল্পের তুলনায় ছোটো ছোটো (তিন/চার ধ্বনিকল্পের পরম্পরা) রূপকল্পের সংখ্যা ভাষায় বেশি।

### ● রূপকল্প এবং অক্ষর বা দল সমার্থক নয়

অক্ষর বা দল হল ধ্বনিকল্পের সমন্বয়ে তৈরি ধ্বনিতত্ত্বের বৃহত্তর একক। ধ্বনিতত্ত্বের একক বলেই অক্ষর বা দল হল অর্থহীন একক। যেমন, কষ্ট /K⊃sṭo/শব্দে দুটি দল /k⊃S/ ও /ṭo/। দুটি যথাক্রমে তিন ও দুই ধ্বনিকল্পের সমন্বয় এবং অর্থহীন।

রূপকল্প হল উচ্চতর অর্থপূর্ণ স্তর রূপতত্ত্বের একক এবং আবশ্যিকভাবে ভাষার অর্থপূর্ণ একক।

কখনো কখনো দেখা যায় শব্দে দল ও রূপকল্পের পরিধি এক। যেমন, /din, rat, mon, ke, n⊃e/ দিন, রাত, মন, কে, নয় ইত্যাদি শব্দে একটি রূপকল্প ও একটি দল আবার /Se-o, Ke-re/ সেও, কেরে-র মতো শব্দে দুটি রূপকল্প ও দুটি দল। শব্দে কখনো কখনো দল ও রূপকল্পের সীমারেখা এক হবার জন্য আমাদের মনে ভুল ধারণা জন্মায় যে দলই বুঝি রূপকল্প।

কিন্তু দল যে রূপকল্প একেবারেই নয় তা বোঝা যায় যে শব্দে দল ও রূপকল্পের সংখ্যা ও সীমারেখা ভিন্ন সেগুলির দিকে তাকালে। যেমন /kha-bo, kha-be, Kha-ben, Kha-bi/ খাবো, খাবে, খাবেন, খাবি শব্দের প্রতিটিতে দুটি করে দল কিন্তু দু এর বেশি রূপকল্প। খাবো তে ধাতু /Kha/, ভবিষ্যৎ কালসূচক /b/ ও উত্তমপুরুষ বাচক /o/-এই তিনটি রূপকল্প ; খাবে-তে উত্তমপুরুষের জায়গায় আছে মধ্যম বা প্রথম পুরুষ সূচক /e/ মোট তিনটি রূপকল্প ; খাবি-তে মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক /i/-কে নিয়ে তিনটি রূপকল্প, আবার খাবেন এ ধাতু, ভবিষ্যৎসূচক /-b/, মধ্যমপুরুষের /-e/ এবং সম্মানসূচক /-n/ মোট-চারটি রূপকল্প।

আবার /j⊃n-jal, mon-dir, pri-thi-bi, po-ri-dhi/ জঞ্জাল, মন্দির, পৃথিবী, পরিধি ইত্যাদি শব্দে একটি করে রূপকল্প কিন্তু প্রথম দুটিতে দুটি ও শেষ দুটিতে তিনটি করে দল।

ওপরের দুটি ক্ষেত্রেই রূপকল্প ও দলের সংখ্যা মিলছে না। নীচের উদাহরণগুলিতে মিলছে না সীমারেখা। /di-ne, mo-ne/ দিনে, মনে ইত্যাদি শব্দে দলের সীমারেখা অনুযায়ী শব্দের ভাগ দি-নে বা ম-নে, কিন্তু রূপকল্পের সীমানা অনুযায়ী ভাগ হল /din-e/ ; ও /mon-e/। অর্থাৎ সীমানা মিলল না।

অতএব দল বা অক্ষর এবং রূপকল্প যে ভিন্নার্থক দুটি একক তা বলাই বাহুল্য।

### ● প্রতিটা রূপকল্প ভাষার অন্যান্য রূপকল্পের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কে বিন্যস্ত

প্রতিটি রূপকল্পই সেই ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিন্যাসদ্বয়ের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। সুতরাং প্রতিটি রূপকল্পই অন্যান্য রূপকল্পের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্বন্ধে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক দু ধরনের—আনুভূমিক ও সমান্তরাল।

| | | |
|---|---|---|
| ১১। | /CheleKe/ | ছেলেকে |
| | /Cheleder/ | ছেলেদের |
| | /Chelera/ | ছেলেরা |
| | /Cheler/ | ছেলের |
| | /Chelete/ | ছেলেতে |

১১-তে /-Ke, -der, -ra, -r, -te/ এই পাঁচটি রূপকল্পের যে-কোনো একটিই /Chele/ রূপকল্পটির পরে বসতে পারে। অর্থাৎ এরা একে অপরের বদলি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই এদের পারস্পরিক সম্পর্কের নাম আনুভূমিক সম্পর্ক।

| | | |
|---|---|---|
| ১২। | /ækṭa/ | একটা |
| | /duṭo/ | দুটো |
| | /tinṭe/ | তিনটে |

১২-র উদাহরণে দু এর পাশে /-ṭo/ বসবে, /-ṭa/ বা /-ṭe/ নয় ; তিন এর পাশে বসবে /-ṭe/, /-ṭo/ বা /-ṭa/ নয় ; এক এর পাশে বসবে /-ṭa/ অন্যগুলো নয়। এই যে এক, দুই ও তিন এর সঙ্গে যথাক্রমে -টা, -টো ও -টের পাশাপাশি সম্পর্ক এটাই হল সমান্তরাল সম্পর্ক।

### ● রূপকল্প হল এমন একটি একক যার অংশ বিশেষের সঙ্গে অন্য এককের ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল থাকবে না।

| | | |
|---|---|---|
| ১৩। | /nam/ | নাম |
| | /iṣtonam | ইষ্টনাম |
| | /ḍaknam/ | ডাকনাম |
| | /ramnam/ | রামনাম |

১৩-র উদাহরণে প্রতিটি শব্দেরই নাম অংশটি ধ্বনিগত ও অর্থগতভাবে অভিন্ন। সুতরাং নাম হল একটি রূপকল্প এবং ইষ্টনাম ; ডাকনাম ও রামনাম-এই তিনটি শব্দে দুটি করে রূপকল্প আছে।

রূপকল্পে এই বৈশিষ্ট্যগুলিই রূপকল্প চেনার উপায়।

## ৬.৫ রূপকল্পের শ্রেণিবিভাগ

রূপকল্পের প্রধান শ্রেণিবিভাগ দুটি—স্বাধীন রূপকল্প (free morpheme) ও পরাধীন রূপকল্প (bound morpheme)।

যে রূপকল্পগুলি ভাষায় স্বাধীন শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তারাই হল স্বাধীন রূপকল্প। যেমন, উদাহরণ ১-এর প্রথম কলমের সদস্যরা অর্থাৎ দেশ, পাখি, নদী, আকাশ, ঘর, পুজো, রাত, পাখা, কথা ও মুখ হল স্বাধীন রূপকল্পের উদাহরণ। উদাহরণ ১৩-তে মোট চারটি স্বাধীন রূপকল্প - নাম, ইষ্ট, ডাক ও রাম।

বাংলা ভাষাবিজ্ঞানে এই স্বাধীন রূপকল্পকে মুক্ত রূপিমও বলা হয়।

এবার আসি পরাধীন রূপকল্প প্রসঙ্গো। পরাধীন রূপকল্প ভাষায় স্বাধীন শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, ব্যবহৃত হয় স্বাধীন শব্দের অংশ হিসেবে। যেমন - উদাহরণ ১-এর দ্বিতীয় কলমের শব্দগুলির প্রথম অংশটুকু স্বাধীন রূপকল্প। কিন্তু শেষ অংশটুকু, অর্থাৎ /-re/ ও /-er/ হলো পরাধীন রূপকল্প। কারণ ভাষায়-র বা এর কোনো স্বাধীন ব্যবহার নেই।

পরাধীন রূপকল্প শব্দ তৈরিতে সাহায্য করে। পরাধীন রূপকল্প বাংলায় প্রধানত দু-ধরনের। উপসর্গ ও প্রত্যয়। উপসর্গ শব্দের শুরুতে যোগ হয় আর প্রত্যয় যোগ হয় শেষে। যেমন—

| | | |
|---|---|---|
| ১৩। | /benami/ | বেনামী |
| | /isom⊃ ĕ / | অসময় |
| | /dinante/ | দিনান্তে |
| | /kuk⊃tha/ | কুকথা |
| | /durdin/ | দুর্দিন |

১৪-তে /be-, -⊃, ku-, dur/ এই চারটি উপসর্গ কারণ এরা শব্দের শুরুতে যোগ হচ্ছে। আর /i-, -ant, -e/ এই তিনটি প্রত্যয় কারণ এরা শব্দের শেষে যোগ হচ্ছে। /dinante/-র ব্যাখ্যাটি হবে /din/ স্বাধীন রূপকল্পের সঙ্গো প্রথমে যোগ হল /-anto/ পরাধীন প্রত্যয় এবং আমরা যুগান্ত, বনান্ত, অতলান্ত ইত্যাদির মতো পেলাম দিনান্ত। তারপর দিনান্ত-র সঙ্গো /-e/ পরাধীন প্রত্যয় যোগ করে পাচ্ছি ঘরে, দেশে, শেষের মতো দিনান্তে। এই প্রত্যয় যোগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই /dinanto/-র অন্ত্য /o/ ধ্বনি বিলুপ্ত হয়।

উপসর্গ ও প্রত্যয় ছাড়াও আরবীর মতো কিছু কিছু ভাষায় মধ্যসর্গ বলেও এক ধরনের পরাধীন রূপকল্প আছে যেখানে মধ্যসর্গটি ধাতু ভেঙে ধাতুর অভ্যন্তরে যোগ হয়। বাংলায় মধ্যসর্গয় নেই।

পরাধীন রূপকল্প বা বন্ধ রূপিম আশ্রিত নামেও পরিচিত।

রূপকল্পের এই ভাগগুলি নীচের মতো করে দেখানো যায়—

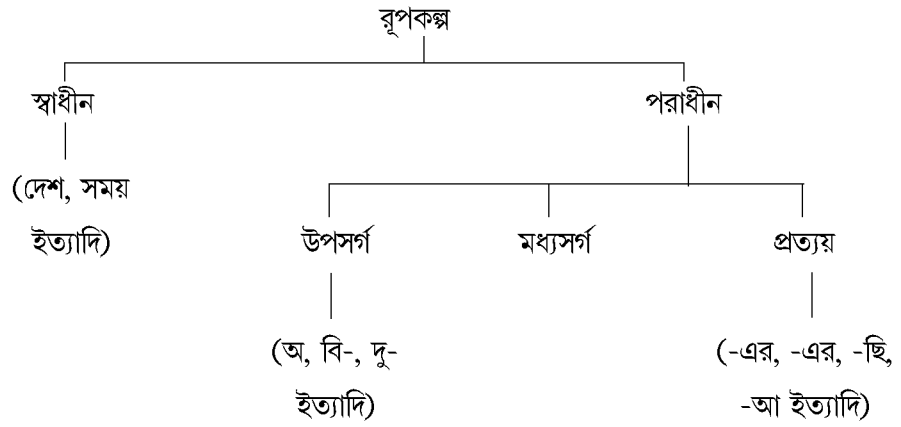


## ● বাংলা শব্দে স্বাধীন ও পরাধীন রূপকল্প

বাংলা শব্দে স্বাধীন ও পরাধীন রূপকল্পের বিন্যাস কেমন হতে পারে তারই কিছু উদাহরণ দেব এখানে।

১৫। /deS/ দেশ

/k⊃tha/ কথা

/Kobi/ কবি

/r⊃ŋ/ রং

/durdin/ দুদিন ইত্যাদি

১৬। একটি স্বাধীন ও একটি পরাধীন রূপকল্প

/aro/ আরও

/r⊃ŋer/ রং-এর

/bahari বাহারি

/S⊃kol-e সকলে

/dudhṭuku/ দুধটুকু

/⊃-dur/ অদূর

/bi-des/ বিদেশ ইত্যাদি

১৭। একটি স্বাধীন ও একাধিক পরাধীন রূপকল্প

| | |
|---|---|
| /kha-ech-il-am/ | খাচ্ছিলাম |
| /ja-cch-en/ | যাচ্ছেন |
| /bi-des-e/ | বিদেশে |
| /sp⊃sṭo-to-i/ | স্পষ্টতই ইত্যাদি। |

১৮। একাধিক স্বাধীন রূপকল্প

| | |
|---|---|
| /kalo-jire/ | কালজিরে |
| /din-rat/ | দিনরাত |
| /b⊃rsa-ritu/ | বর্ষাঋতু |
| /joăr-bhaṭa/ | জোয়ারভাটা ইত্যাদি |

১৯। একাধিক স্বাধীন ও পরাধীন রূপকল্প

| | |
|---|---|
| /bondhu-tto-purno/ | বন্ধুত্বপূর্ণ (বন্ধুত্ব, পূর্ণ = স্বাধীন ; ত্ব = পরাধীন) |
| /⊃-kal-p⊃ kko-ta/ | অকালপক্কতা (কাল, পক্ক = স্বাধীন ; অ-, -তা = পরাধীন) |
| /S⊃rbo-S⊃mmot-i-Krom-e/ | সর্বসম্মতিক্রমে (সর্ব, সম্মত, ক্রম = স্বাধীন ; ই-, -e=পরাধীন ইত্যাদি। |

২০। একাধিক পরাধীন রূপকল্প

| | |
|---|---|
| /upo-rodh/ | উপরোধ |
| /onu-rodh/ | অনুরোধ |
| /proti-rodh/ | প্রতিরোধ |
| /bi-rodh/ | বিরোধ |

২০-র প্রতিটি শব্দই দুটি করে রূপকল্পের সমন্বয়ে তৈরি। কিন্তু দুটির কোনোটিই বাংলায় স্বাধীন শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

একটি স্বাধীন রূপকল্প নিয়ে তৈরি শব্দ হল মৌলিক বা সরল শব্দ। যেমন, উদাহরণ ১৫।

একটি স্বাধীন ও যে-কোনো সংখ্যক পরাধীন অথবা একাধিক পরাধীন রূপকল্প নিয়ে তৈরি শব্দ হল জটিল শব্দ। যেমন উদাহরণ ১৬, ১৭ ও ২০।

একাধিক স্বাধীন ও যে-কোনো সংখ্যক পরাধীন রূপকল্প নিয়ে তৈরি শব্দ হলো সমাসবদ্ধ শব্দ। যেমন, উদাহরণ ১৮ ও ১৯।

## ৬.৬ রূপকল্প-রূপবিকল্প নির্ণয়ের পদ্ধতি

ধ্বনিকল্প-ধ্বনিবিকল্পের মতো রূপকল্প রূপবিকল্প নির্ণয়েরও পদ্ধতি আছে।

রূপকল্প নির্ণয়ের জন্য প্রধানত রূপকল্পের চতুষ্কোণ ধারণার ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রবাল দাশগুপ্তের অনুসরণে চতুষ্কোণের ব্যাখ্যাদি।

২১। /deSer loker/
/deSke lokke/

এই চারটি শব্দের চতুষ্কোণের এই চার সদস্যকে অর্থ ও উচ্চরণের যৌথ বিচার অনুযায়ী তুলনা করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে এখানে মোট চারটি রূপকল্প আছে /deS, lok, -er, -ke/-অর্থাৎ শব্দ চারটির গঠন হলো /deS-er, deS-ke, lok-er, lok-er/। রূপকল্পের সীমা নির্দেশ করছে শব্দস্থ হাইফেনগুলো। অর্থ ও উচ্চারণের মধ্যে তুলনার মাধ্যমেই আমরা বিচার করি শব্দের কতটুকু উচ্চারণ বা কতটুকু ধ্বনিকল্প পরস্পরার সঙ্গে কতটুকু অর্থকে মেলানো যাচ্ছে। যেমন, /deS/ এই উচ্চারণ = দেশ এই অর্থ ; /-Ke/=কে, /lok/= লোক, /-er/-এর ইত্যাদি। এখানে IPA দিয়ে উচ্চারণ ও বানান দিয়ে অর্থ বুঝিয়েছি। ২১ একটি সমচতুষ্কোণের উদাহরণ।

এবার চতুষ্কোণটিকে পাশাপাশি বাড়ানো যাক।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২২। | /deSer | loker | moner | bagher | rater/ |
| | /deSke | lokke | monke | baghke | ratke/ |

২২-এর সদস্যদের তুলনা করলে বেরিয়ে আসে আরও তিনটি রূপকল্প - /mon, bagh, rat/।

চতুষ্কোণ অন্যদিকেও বাড়ানো যায়।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৩। | /deSer | loker | moner | bagher | rater/ |
| | /deSke | lokke | monke | baghke | ratke/ |
| | /deSe | loke | mone | baghe | rate/ |
| | /deSṭa | lokṭa | monṭa | baghṭa | ratṭa/ |
| | /deS | lok | mon | bagh | rat/ |

২৩ থেকে বেরিয়ে আসে আরো দুটি রূপকল্প /-e, -ṭa/ এবং /des, lok, mon, bagh, rat/ এর স্বাধীন সত্তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আশাকরি রূপকল্পে চতুষ্কোণ জিনিসটা কী তা স্পষ্ট হয়েছে। কথায় বোঝাতে গেলে বলতে হয় এই চতুষ্কোণ হল বেশ কয়েকটি শব্দজোড় নিয়ে তৈরি একটি শব্দ চতুষ্কোণ যার প্রতিটি শব্দজোড়ের দুজন সদস্যের পরস্পরের মধ্যে উচ্চারণগত ও অর্থগত দিক দিয়ে কিছুটা মিল ও কিছুটা অমিল থাকবে। যেমন এখানে /deSer-deSKe/ এই শব্দজোড়ে /deS/ অংশটুকুতে (উচ্চারণ ও অর্থের যৌথ বিচারেই) দুজন সদস্যের মধ্যে মিল, কিন্তু /-er/ ও /-ke/ অংশটুকুতে অমিল।

২১, ২২ ও ২৩ বেশ সরল চতুষ্কোণ। কারণ এখানে প্রাপ্ত সবকটি রূপকল্পেই প্রতিটা প্রতিবেশে একই রকম চেহারা বা উচ্চারণ তাদের কোনো বিকল্প চেহারা এখনো অবধি পাইনি। কিন্তু ভাষায় রূপবিকল্প অত্যন্ত সুলভ। এই রূপবিকল্পগুলি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করলেই আলোচনা জটিল হতে শুরু করে। ২৪-শে জটিলতার সূত্রপাত করছি।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৪। | /deser | pakhir | moner | nodir/ |
| | /deske | pakhiKe | monke | nidike/ |

২৪ থেকে আমরা মোট সাতটি রূপ পাচ্ছি /des, pakhi, mon, nodi, -er, -r, -ke/। যেহেতু এবার আমরা রূপের কল্প-বিকল্প নির্ধারণ করতে চলেছি তাই রূপকল্প না বলে সাধারণ নাম রূপ-ই ব্যবহার করছি।

এখানে আমাদের সমস্যার সৃষ্টি করছে /-er, -r/। অর্থগত বিচারে এরা এক হলেও উচ্চারণে পার্থক্য রয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে দেখতে হবে আলোচ্য রূপদুটি বৈপরীত্যের সম্পর্কে রয়েছে না শর্তাধীন সম্পর্কে আছে।

/-er/ ও /-r/ এর ক্ষেত্রে এই দুটি রূপ শর্তাধীন সম্পর্কে রয়েছে -/-r/ বসে স্বরান্ত রূপের পর কিন্তু /-er/ বসে ব্যঞ্জনান্ত রূপের পর অর্থাৎ এই শর্তাধীনতার ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে তা সংক্ষেপে হল /-er/ও /-r/ রূপ দুটি

ক. উচ্চারণে ভিন্ন

খ. অর্থে অভিন্ন

গ. উভয়ে শর্তাধীন প্রতিবেশে উচ্চারিত হয়

ঘ. এই শর্তাধীনতার ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব

এক্ষেত্রে /-er/ এবং /-r/ একটি রূপকল্পেরই দুটি রূপবিকল্প বলে বিবেচিত হবে। দুটি স্বতন্ত্র রূপকল্প হিসেবে নয়। উদাহরণ ৪-এ বিকল্পের সূত্রটি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার /des, pakhi, mon, nodi/ এই চারটি রূপ পরস্পরের সঙ্গে বৈপরীত্যের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ এরা একজনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অন্যজন বসতে পারে—যেমন /-Ke/ এই রূপটির আগে /deS, pakhi, mon, nodi/ এদের যে-কোনো একটি রূপই বসতে পারে। এরা পরস্পরের সঙ্গে কোনো শর্তাধীন সম্পর্কে ভাষা নেই।

এমনকি /-er/ ও /-r/ এর সঙ্গে এই রূপটির বৈপরীত্যের সম্পর্কে রয়েছে। অর্থাৎ /-or/, /-r/ যেখানে বসতে পারে সেখানেই /-Ke/ বসতে পারে কোনো শর্তাধীনতা নেই। উপরোক্ত দুটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিপরীত সম্পর্কের দুটি উদাহরণে যা ঘটছে তা সংক্ষেপে হল /deS, pakhi, mon, nodi/- রূপ চারটি বা /-er/ ও /-r/ রূপ দুটি

ক. উচ্চরাণে ভিন্ন

খ. অর্থে ভিন্ন

গ. প্রত্যেকেই একই প্রতিবেশে উচ্চারিত হয়

ঘ. পরস্পরে মধ্যে বৈপরীত্যের সম্পর্ক বর্তমান

এক্ষেত্রে এরা প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র রূপকল্প হিসেবে গণ্য হবে, বিকল্প নয়। কারণ রূপ বিকল্পতার প্রধান দুটি শর্ত হল অর্থের অভিন্নতা এবং উচ্চারণের শর্তাধীনতা।

এখানে উল্লেখ করা নেওয়া ভালো যে রূপকল্প বোঝাতে { } এই বন্ধনীর ব্যবহার হয়। অর্থাৎ উপরোক্ত ছটি রূপকল্পকে আমরা লিখবো {deS], {pakhi}, {mon}, {nodi}, {-Ke} ও {-er}। আর রূপবিকল্প লেখা হবে বাঁকা দাগের মধ্যে যেমন /-er/ ও /-r/।

রূপবিকল্পের শর্তাধীনতার সবচেয়ে সরল চেহারা হল ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা। শর্তাধীনতার আরও জটিল চেহারাও আছে। আপাতত একটি উদাহরণ দিয়ে পরে শর্তাধীনতার বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৫। | /ækṭa | duṭo | tinṭe | carṭe/ |
| | /ekṭi | duṭi | tinṭi | carṭi/ |

২৫-এ প্রতিটি শব্দ দুটি করে রূপের সমন্বয়ে তৈরি। এর মধ্যে /æk, du, tin, car/ স্বতন্ত্র রূপকল্প /ek/। /æk/ এর আরেকটি রূপবিকল্প হল /ek/। /-ṭa, -ṭo, -ṭe/র সঙ্গে /-ṭi/ বৈপরীত্যের সম্পর্কে রয়েছে। সুতরাং আরেকটি রূপকল্প হল {-ṭi}।

/-ṭa, -ṭo, -ṭe/র উচ্চারণ শর্তাধীন -/-ṭo/ বসে /du/ এর পর, /-ṭe/ বসে /tin, car/ এরপর, আর /ṭa/ বসে অন্য সব সংখ্যার পর। বলাবাহুল্য এরা একে অপরের জায়গায় বসে না। এই শর্তাধীনতার কোনো ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নেই। এই শর্তাধীনতাকে একমাত্র এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি নির্দিষ্ট সংখ্যার রূপের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব—যেমনভাবে ওপরে বলা হয়েছে। এই শর্তাধীনতাকে বলা যায় রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা। এক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা সংক্ষেপে /-ṭa, -ṭo, -ṭe/—

ক) উচ্চরণে ভিন্ন

খ) অর্থে অভিন্ন

গ) শর্তাধীন প্রতিবেশে উচ্চারিত হয়

ঘ) এই শর্তধীনতার রূপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

এক্ষেত্রেও /-ṭa, -ṭo, -ṭe/ একটি রূপকল্পের তিনটি পৃথক রূপবিকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে রূপবিকল্প হিসেবে গণ্য হবার জন্য যে-কোনো ধরনের শর্তাধীনতাই যথেষ্ট।

বৈপরীত্য ও শর্তাধীন সম্পর্কের পরে আসা যাক মুক্ত বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে।

| | | |
|---|---|---|
| ২৬। | /Khelam | Korlam/ |
| | /Khelum | Korlum/ |

২৬-এ রূপ চারটি—/Khe, Kor, -lan, -lun/। এর মধ্যে আমাদের আলোচ্য /-lam/ ও /-lum/। এই দুটি রূপের চেহারা ভিন্ন। কিন্তু অর্থ অভিন্ন। দুটির মধ্যে বৈপরীত্যের সম্পর্ক বর্তমান, অর্থাৎ একটির জায়গায় অন্যটি উচ্চারিত হতে পারে। বৈররীত্যের সম্পর্ক অনুযায়ী এরা দুটি পৃথক রূপকল্প হিসেবে গণ্য হবে, কিন্তু অর্থের বিচারে এরা দুটি রূপবিকল্প। এক্ষেত্রে অর্থের বিচারই গুরুত্ব পাবে কারণ বাংলাভাষী হিসেবে আমরা জানি

যে /-lam/ ও /-lum/ একই প্রত্যয়ের দুটি বিকল্প রূপ মাত্র। যে-কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে যে-কোনো একটি ব্যবহার করলেই চলে তাতে অর্থের কোনো তারতম্য হয় না। অর্থাৎ বাংলাভাষীর ভাষানুভূতি অর্থের বিচারকেই সমর্থন করে।

এই ধরনের বৈপরীত্যের সম্পর্ক বা শর্তহীন উচ্চারণ যেখানে অর্থ সবসময়েই অভিন্ন তা মুক্ত বৈচিত্র্য বলে পরিচিত ধ্বনিতত্ত্বেও আমরা এধরনের মুক্ত বৈচিত্র্যের উদাহরণ দেখেছি।

তাহলে /-lam/ ও /lum/ এর ক্ষেত্রে ঘটনাটা যা দাঁড়াল তা সংক্ষেপে হল ঃ রূপ দুটি

ক) উচ্চারণে ভিন্ন

খ) অর্থে অভিন্ন

গ) একই প্রতিবেশে উচ্চারিত হয়

ঘ) আপাত বিচারে বৈপরীত্যের সম্পর্ক দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে মুক্ত বৈচিত্র্যের সম্পর্ক রয়েছে।

এক্ষেত্রে /-lam/ ও /-lum/ একই রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

খুব সংক্ষেপে ভাষার রূপকল্প ও রূপবিকল্প নির্ধারণের সূত্রগুলি নিম্নরূপ ঃ

২৬। বৈপরীত্যের সম্পর্ক এবং অর্থের ভিন্নতা = রূপকল্প

শর্তাধীন উচ্চারণ এবং অভিন্নতা = রূপবিকল্প

বৈপরীত্যের সম্পর্ক এবং অর্থের তা ভিন্নতা = মুক্ত বিচিত্র্য

## ● শর্তাধীনতা

ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে মুক্তবৈচিত্র্য ছাড়া সবক্ষেত্রেই রূপবিকল্পের উচ্চারণ শর্তাধীন। এই শর্তাধীনতা দু ধরনের—

১) ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা যেক্ষেত্রে শর্তটি ধ্বনিতত্ত্বের উপকরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, অর্থের ধ্বনির বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য, ধ্বনি প্রতিবেশ বা শব্দে ধ্বনির বিভিন্ন অবস্থানে উচ্চারণ ইত্যাদির সাহায্যে শর্তটি ব্যাখ্যাযোগ্য। যেমন—উদাহরণ ২ ও ২৪। ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা ধ্বনি-প্রভাবিত বিকল্পতা নামেও পরিচিত।

২) রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা যেক্ষেত্রে শর্তটি কোনো রূপ বা শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়, অর্থাৎ শর্তটি ব্যাকরণের কোনো উপকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা যোগ্য। যেমন উদাহরণ ২৫। এই রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতাকে ব্যাকরণ প্রভাবিত বিকল্পতাও বলা হয়।

আমরা দেখেছি যে রূপবিকল্পতার ক্ষেত্রে শর্তাধীন উচ্চারণ ও অর্থের অভিন্নতা—এই দুটি হল আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু ধ্বনিসাদৃশ্য কোনো আবশ্যিক শর্ত নয়। রূপবিকল্পের মধ্যে ধ্বনিসাদৃশ্য থাকতেও পারে, নাও পারে। বিশেষত রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতার ক্ষেত্রে ধ্বনিসাদৃশ্য ব্যাপারটা পুরোপুরিই অনুপস্থিত থাকতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে চেহারা দেখে দুটি রূপকে একই রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প বলে একেবারেই চেনা যায় না।

রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতার ক্ষেত্রে ধ্বনিসাদৃশ্য কতটা অপ্রয়োজনীয় এবং তার ফলে কতরকমের বিকল্পতা দেখা যায় আমরা এখন তারই আলোচনা করব।

২৭। /Korchi Korchilam Korbo
Khaechi Khaechilam Khabo
achi chilam thakbo/

এই চতুষ্কোণটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে /ach/ ধাতুর রূপ অতীত কালে /-chi/ এবং ভবিষ্যৎকালে /thak/। ধাতুর এই তিনটি রূপবিকল্প, অর্থাৎ /ach, chi, thak/ রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীন। এদের মধ্যে /ach/ ও /chi/ র মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এই দুটির সঙ্গে /thak/-এর কোনোই মিল নেই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ধ্বনিতাত্ত্বিক সাদৃশ্যের কোনো গুরুত্ব নেই। ধ্বনিতাত্ত্বিক সাদৃশ্যহীন এই ধরনের রূপকে ইংরেজিতে বলে সাপ্লেটিভ রূপ। বাংলার আরেকটি সাপ্লেটিভ (suppletive) রূপ হল /ge বা gæ/ যা /ja/ ধাতুর রূপবিকল্প। যেমন—যাচ্ছি, যাবে কি, গেছিল, গেল ইত্যাদি।

অনেক সময় দেখা যায় ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো রূপকল্পের ধ্বনিতাত্ত্বিক কোনো চেহারাই নেই অর্থাৎ রূপকল্পটি চেহারায় অনুপস্থিত বা শূন্য কিন্তু অর্থে উপস্থিত। এইরকম রূপকে শূন্যরূপ বলে। যেমন—

২৮। /Chagole ki na kha ĕ / ছাগলে কি না খায়
/Chagol ki na Kha ĕ / ছাগল কি না খায়

প্রথম বাক্যে কর্তৃকারক অর্থে এই পরাধীন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে আমরা পাচ্ছি /Chagol-e/। দ্বিতীয় বাক্যে কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশিত কিন্তু তার জন্য কোনো প্রত্যয় অনুপস্থিত। এ ক্ষেত্রে আমরা বলছি /Chagol + $\phi$ / ($\phi$ = শূন্য)। অর্থাৎ কর্তৃকারকের শূন্য রূপের ব্যবহার হয়েছে।

আরেক ধরনের রূপও দেখা যায় ভাষায় যার নাম ইংরেজিতে ইউনিক (unikque) রূপ। একটি শব্দ বা পদ বিশ্লেষণ করে তার থেকে চেনা রূপগুলো সরিয়ে নেবার পর দেখা গেল যে, যে অংশটি পড়ে আছে তা ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক বটে কিন্তু একমাত্র ওই শব্দটি ছাড়া ওই রূপটি ভাষায় আর কোথাও ব্যবহার হয় না। এর ভিত্তিতে ওই রূপগুলোকে হয়ত একমাত্র রূপ নাম দেওয়া যেতে পারে। উদাহরণ—

২৯। /t̤erpawa/ টের পাওয়া
/m⊃gd̤al/ মগডাল

এই টের এবং মগ বাংলায় যথাক্রমে পা ধাতু ও ডাল শব্দ ছাড়া আর কোনো রূপের সঙ্গে উচ্চারিত হয় না, এক্ষেত্রে যেহেতু পা ও ডাল দুটি স্বতন্ত্র রূপকল্প তাই এদের সঙ্গী টের ও মগকেও আলাদা রূপকল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়। এদের বলা হয় ইউনিক বা একমাত্র রূপকল্প। ইউনিক রূপ ও রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীন।

চেহারায় বৈসাদৃশ্যের বিপ্রতীপে চেহারায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্যযুক্ত স্বতন্ত্র রূপকল্প। যেমন -/beS/। বাংলায় দুটি রূপকল্প আছে /beS/ এই ধ্বনিতাত্ত্বিক চেহারার। একটির পূর্ণ অর্থ সাজ, অন্যটির অর্থ ভালো/ঠিক আছে। পূর্ণ ধ্বনিসাদৃশ্য থাকলেও দুটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ধরনের রূপকল্পকে সমধ্বনি রূপকল্প বলে। বলা বাহুল্য সমধ্বনি রূপকল্পের ক্ষেত্রে কোনোরকম শর্তাধীনতারই কোনো ভূমিকা নেই।

## ● বাংলা রূপতত্ত্ব

প্রচলিত বা প্রথাগত বা আমাদের চেনা বাংলা ব্যাকরণে বাংলা রূপতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়, কিন্তু সেখানে রূপতত্ত্ব নামটি ব্যবহার করা হয় না। রূপতত্ত্ব হল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষা। প্রচলিত ব্যাকরণের পরিভাষার পদ, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, শব্দবিভক্তি, ধাতুবিভক্তি, কারক, অনুসর্গ, ধাতু, ক্রিয়ার কাল ও ভাব, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ইত্যাদি বলতে যা বুঝি মোটামুটি তাই আসে রূপতত্ত্বের আলোচনায়। শুধু আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গির কিছু তফাত হয়।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে, যাকে আমরা পদ বলে চিনি, বিশ্লেষণ করে বাংলার প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অর্থ একক এবং তার জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি উচ্চারণের এককের সমীকরণটা বোঝা ও বোঝানো। এই বোঝানোর মধ্যে পড়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিটি রূপকে তুলনা করে তাদের মধ্যে থেকে রূপকল্প ও রূপবিকল্পগুলোকে চিনে নেওয়া এবং শব্দগঠনে তাদের ব্যবহারসূত্র প্রণয়ন করা। যেমন বাংলা ক্রিয়ারূপ/Korlam/করলাম-কে বিশ্লেষণ করলে পাবো তিনটি রূপ ঃ

/Kor-/-কর্ ধাতু যা শব্দের মূল অর্থটা প্রকাশ করছে

/-l-/-ল্ প্রত্যয় নিত্য অতীতের অর্থ প্রকাশক

/-am/-আম প্রত্যয় উত্তম পুরুষের অর্থ প্রকাশক

আরও অন্যান্য তুলনীয় রূপের সঙ্গে তুলনা করে, বর্ণনামূলক রূপতত্ত্বের রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী এখানে আমরা নীচের মতো আরও কিছু পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করতে পারি।

ক) /Kor/ ও /K⊃r/ দুটি রূপবিকল্প, এরা ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তাধীন (এখানে শর্তাধীনতার বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছিনা, কারণ এই শর্তাধীনতা অত্যন্ত জটিল)

খ) /-am/ ও /-um/ দুটি রূপবিকল্প, এদের মধ্যে মুক্ত বৈচিত্র্যের সম্পর্ক।

গ) বাংলা ক্রিয়া শব্দ শুরু হয় ধাতু দিয়ে, শেষ হয় পুরুষবাচক প্রত্যয় দিয়ে এবং মাঝে মাঝে কাল, ভাব ইত্যাদি বাচক প্রত্যয় নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী বসে।

এছাড়াও প্রয়োজনীয় সূত্র প্রণয়ন করে প্রতিটি রূপকল্পের ব্যবহারিক নিয়মকানুন নির্দেশ করা সম্ভব।

এখানে আমরা বাংলার প্রতিটি ব্যাকরণগত শ্রেণি ও তার রূপবৈচিত্র্যের বিস্তৃত আলোচনা ও তালিকা তৈরি করব না, কারণ প্রচলিত ব্যাকরণে এই আলোচনা ও তালিকা ইতিমধ্যেই দেখেছি ও জেনেছি আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠক্রমেই।

এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে বাংলার বিভিন্ন রূপকল্পের এবং তাদের সমন্বয়ে তৈরি প্রধান পদসমূহের পরিচয় দেব।

### ● বাংলা শব্দ ও পদ

৫.১ এ আমরা পেয়েছি সরল, জটিল ও সমাসবদ্ধ বাংলা শব্দের গঠন পদ্ধতি। রূপতত্ত্বের বিচারে বাংলা জটিল শব্দের গঠন বিশ্লেষণই সবচেয়ে আকর্ষণীয় কারণ বাংলা জটিল শব্দকে কেন্দ্র করেই রূপতত্ত্বের নিয়মকানুন আবর্তিত হয়, সে তুলনায় বাংলা সরল ও সমাসবদ্ধ শব্দের গঠন যথেষ্ট সহজ সরল—ফলে তেমন আকর্ষণীয় নয়। বাংলা রূপতত্ত্বের সিংহভাগ দখল করে জটিল শব্দ বিশ্লেষণ, তাই আমরাও জটিল শব্দেই মনোনিবেশ করছি।

ভাষায় শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য করে বলা হয় পদ হলো শব্দের বিভক্তি যুক্ত চেহারা। প্রবাল দাশগুপ্তের কথায়—শব্দকে শব্দ হিসেবে শব্দকোষের ভিতর দেখা যায়। আর শব্দ কোষ থেকে বেরিয়ে শব্দ যদি বাক্যে কাজ করতে আসতে চায় তাহলে সে উপযুক্ত বাইরের পোশাক পরে আসে। এই পোশাকের নাম বিভক্তি। বিভক্তি পরা শব্দকে বলে পদ।

বলাবাহুল্য, বিভক্তি-পরা শব্দ জটিল শব্দও বটে। তাই ব্যাকরণের আলোচনায় প্রায়শই শব্দ ও পদ নাম দুটি সমার্থে ব্যবহৃত হয় এবং এখানেও তাই হচ্ছে।

আমরা জানি যে সাধারণত জটিল শব্দের মূল অর্থ প্রকাশক প্রধান অংশটি হল ধাতু। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠিত হয়। প্রত্যয় পরাধীন রূপকল্প। ধাতুও পরাধীন রূপকল্প, কারণ শুদ্ধ ধাতুর স্বাধীন ব্যবহার বাক্যে নেই। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠিত হলেও কিছু কিছু ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগের আগে আরেকটি রূপকল্প যোগ করে তারপর শেষে প্রত্যয়টি যোগ করতে হয়। এই ধাতু মধ্যবর্তী রূপকল্পটি মিলে তৈরি হয় প্রাতিপাদিক। মধ্যবর্তী রূপকল্পটিকে বলা হয় বিকরণ। অর্থাৎ ধাতু + বিকরণ = প্রতিপাদিক এবং প্রাতিপাদিক + প্রত্যয় শব্দ। যেমন হরণ শব্দটিতে হৃ ধাতু থেকে প্রাতিপাদিক তৈরি হয়েছে হর তার সঙ্গে অনট প্রত্যয় যোগ হয়ে শব্দ হয়েছে হরণ। এখানে সবই পরাধীন রূপকল্প।

শব্দে সর্বশেষ যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দকে পদে পরিণত করে তাকে বিভক্তি বলে। অর্থাৎ সকল বিভক্তিই প্রত্যয়। এখানে বিভক্তি অর্থে বিভক্তি ও প্রত্যয় দুটি নামই ব্যবহার করা হয়েছে।

এবার আসি পদের কথায়। বাংলা পদ পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত—(১) নাম বা বিশেষ্য (২) সর্বনাম (৩) বিশেষণ (৪) ক্রিয়া ও (৫) অব্যয়। এর মধ্যে বিভক্তি যোগে বিশেষ্য, সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদেরই কেবল রূপবৈচিত্র্য ঘটে। সাধারণত বিভক্তি এবং ক্রিয়া ধাতু পরাধীন রূপকল্প ; বিশেষ্য ও সর্বনাম শ্রেণির শব্দ হল স্বাধীন রূপকল্প। বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে যে বিভক্তি যোগ হয় তাকে বলে শব্দ বিভক্তি। আর ক্রিয়া বা ধাতুর সঙ্গে যে বিভক্তি যোগ হয় তাকে বলে ক্রিয়া বিভক্তি বা ধাতু বিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তি দু রকম— (১) শব্দ বিভক্তি ও (২) ধাতু বা ক্রিয়া বিভক্তি।

আমরা প্রথমে শব্দ বিভক্তি ও পরে ক্রিয়া বিভক্তির আলোচনা করব।

## ৬.৭ বাংলা শব্দবিভক্তি

বাংলা বিশেষ্য ও সর্বনামের রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে কারক ; শ্রেণিবাচক প্রত্যয়, বচন ও লিঙ্গ—এই চার ধরনের ব্যাকরণিক সংবর্গ বা ব্যাকরণিক কোটি।

(ক) কারক — বাক্যে ক্রিয়া পদের সঙ্গে অন্য সকল পদের সম্পর্ককে বলা হয় কারক। প্রচলিত ব্যাকরণ আটটি কারক নির্দেশ করে — কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, নিমিত্ত বা সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক, সম্বন্ধ পদ ও অধিকরণ কারক। কারকের এই ভাগ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারী।

এই সাতটির মধ্যে বাংলায় নিমিত্তবোধক কিছু অনুসর্গ ছাড়া সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব নেই। আর সম্বন্ধকে পদ বলার কারণ সম্বন্ধ বাক্যে নাম শব্দের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে— যেমন ভারতের স্বাধীনতা এখানে ভারত ও স্বাধীনতা। এই দুটি নামপদের সম্পর্ক নির্দেশ করছে সম্বন্ধ পদের বিভক্তি — এর। তাই সম্বন্ধ কারকের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও এটি পদ বলেই অভিহিত।

এই সাতটি কারক অনুসারে প্রচলিত ব্যাকরণে বাংলা শব্দবিভক্তিকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন কর্তৃকারক বা প্রথম শ্রেণি বিভক্তি রূপকল্প /-e, -te, -ra/ এবং শূন্য (পাগলে কিনা বলে)। সম্বন্ধ পদ বা ষষ্ঠ শ্রেণির বিভক্তি রূপকল্প /-r, -er, -kar, -der/ ইত্যাদি।

সাতটি শ্রেণির মধ্যে সম্বন্ধ অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণি ছাড়া প্রতিটি কারকের বিভক্তির শূন্য বিকল্প পাওয়া যায়—যেমন শিকারী বাঘ মেরেছে। এখানে কর্তা ও কর্মে শূন্য বিভক্তি।

সম্বন্ধ, কর্তৃ ও কর্মকারক ছাড়া অন্যান্য কারক সম্পর্ক অনুসর্গ পদের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। বিশেষত অপাদান কারক তো অনুসর্গ ছাড়া প্রকাশই করা যায়না। যেমন— (অপাদান) গাছ থেকে ফল পাড়ো, (করণ) হাত দিয়ে ভাত মাখো, (নিমিত্তার্থক) কার জন্যে অপেক্ষা করছ ? (অধিকরণ) মাঠের মাঝে গরু চরছে ইত্যাদি।

কোনো কোনো অনুসর্গ পদের পূর্ববর্তী পদে বিভক্তি আবশ্যিক। যেমন রামকে দিয়ে টাকা পাঠিয়ো, শ্যামের দ্বারা এ কাজ হবে না, সীতার কাছে ওষুধ আছে ইত্যাদি।

শব্দের এই কারক বিভক্তি যুক্ত রূপবৈচিত্র্যকে বলা হয় শব্দরূপ। এই বিভক্তির বিচারে বলা যায় বাংলায় কারক মোট চারটি—কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ-অধিকরণ কারক ও সম্বন্ধ পদ।

এবার সর্বনামের বিভক্তির উদাহরণ ঃ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৩০। | /ami | amake | amar | amate |
| | tumi | tomake | tomar | tomate |
| | bon | bonke | boner | bone |
| | deS | deSke | deSer | deSe/ |

প্রথম দুটি সর্বনাম পদ আমি ও তুমি কে পরের দুটি বিশেষ্য কোনও দেশ এর সঙ্গে তুলনা করে, পূর্বোল্লিখিত চতুষ্কোণের নীতিতে, বিভক্তিগুলি চিনে নিতে হয়। মূল সর্বনাম রূপকল্পটির শর্তাধীন রূপবিকল্পতাও এখানে লক্ষণীয় - যেমন /ami ও ama-/, /tumi ও toma/।

খ) শ্রেণিবাচক প্রত্যয়— বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণিবাচক প্রত্যয়। শ্রেণিবাচক প্রত্যয়গুলি হল— -টা, -টি, -খানা, -গাছা, -টুকু, -জন, -ছড়া ইত্যাদি। এই প্রত্যয়গুলো বিশেষ্য, সংখ্যাবাচক ও প্রশ্নবাচক শব্দের সঙ্গে বসে। যেমন ছেলেটা, পাঁচটা ছেলে, ছেলে পাঁচটা, বইখানা, তিনখানা বই, খানতিনেক বই, দুধটুকু, লাঠিগাছা, চারজন লোক, কজন লোক, লোক চারজন, তিন ছড়া মালা ইত্যাদি।

গ) বচন— বাংলায় বচন দু রকম - একবচন ও বহুবচন। বিশেষ্য ও সর্বনামের বচন ভেদ আছে। সর্বনামে এক ও বহু বচনের রূপ আলাদা হয়। যেমন—আপনি-আপনারা, আমি-আমরা, তুমি-তোমরা ইত্যাদি।

বিশেষ্যের পরে রা, গুলি ইত্যাদি বসিয়ে বহুবচন হয়। যেমন ছেলেরা, ছেলেগুলো/ছেলেগুলো/ছেলেগুলি ইত্যাদি। কখনো বহুত্ববাচক শব্দও যোগ হয়। যেমন - অনেক লোক। কখনো বিশেষ্য বা বিশেষণের দ্বিত্বদ্বারাও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন গাছে গাছে, লাল লাল। আবার কখনো সমার্থক অনুগামী শব্দজুড়েও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন-গাছ-গাছড়া, ফলপাকুড়, ছেলেপুলে ইত্যাদি।

ঘ) লিঙ্গ — বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব তেমন নেই। যেটুকু আছে তা বিশেষ্য শব্দের ক্ষেত্রেই আছে। কিছু কিছু স্ত্রী লিঙ্গ বাচক প্রত্যয় যোগে পুংলিঙ্গ শব্দ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ তৈরি করা হয়। যেমন পাঠক-পাঠিকা ; ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু-বান্ধবী ইত্যাদি। আর আছে ছেলে-মেয়ে, পুরুষ-মহিলা ইত্যাদির মতো কিছু পুং ও স্ত্রী শব্দের জোড়।

বাংলায় লিঙ্গ প্রধানত অর্থনির্ভর। অর্থাৎ শব্দের দ্বারা পুরুষ জাতীয় প্রাণী বোঝালে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী জাতীয় প্রাণী বোঝালে স্ত্রীলিঙ্গ এবং অপ্রাণী বোঝালে ক্লীবলিঙ্গ হয়। রূপতত্ত্ব বা অন্বয়ের প্রেক্ষিতে লিঙ্গের গুরুত্ব বাংলায় নেই।

## ৬.৮ বাংলা ক্রিয়াবিভক্তি

বাংলা ক্রিয়াপদের রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে কাল, পুরুষ ও ভাব— এই তিন ধরনের ব্যাকরণিক সংবর্গ বা ব্যাকরণিক কোটি। এই তিন সংবর্গে ক্রিয়ার যে রূপবৈচিত্র্য হয় তাকে ক্রিয়ারূপ বলে। এবং ক্রিয়ামূলকে বলে ধাতু।

ধাতুর গঠন তিন ধরনের—(১) সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু, (২) সাধিত ধাতু ও (৩) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু একটি মাত্র রূপকল্প দিয়ে গঠিত ও একাক্ষরী। যেমন— কর, খা, শো, লেখ, পড়, দ্যাখ ইত্যাদি।

সাধিত ধাতুতে একাধিক রূপকল্প থাকে। ক্রিয়ামূলরে সঙ্গে আরও একটি রূপকল্প যুক্ত সাধিত ধাতু দ্ব্যক্ষরী হয়। যেমন— প্রযোজক ধাতু—করা (কর্ আ), লেখা (লেখ্ আ), শোনা (শোন্ আ) ইত্যাদি।

বিশেষ্য, বিশেষণ শব্দের সঙ্গে বা অন্য ক্রিয়াপদের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু ধাতু যোগ করে সংযোগমূলক ধাতু ও যৌগিক ধাতু তৈরি হয়। যেমন—জিজ্ঞেস কর, বলো হ্, পড়ে যা, দেখে নে ইত্যাদি।

বাংলায় ক্রিয়ার সমাপিকা ও অসমাপিকা রূপ আছে। আমরা প্রথমে সমাপিকা ক্রিয়া আলোচনা করব।

ক) কাল — বাংলায় ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণে কালের প্রভাব ও বিস্তার সবচেয়ে বেশি।

প্রধান কাল তিনটি— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ক্রিয়ার কালকে গঠনগত ও অর্থগত দিক থেকে দুভাগে ভাগ করা যায়—সরল মৌলিক কাল এবং মিশ্র বা যৌগিক কাল।

সরল বা মৌলিক কালে একটি ধাতুর সঙ্গে একটি বিভক্তি যোগ হয়ে ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। সরল কালের উপবিভাগ চারটি—১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান - আমি পড়ি ২) সাধারণ বা নিত্য অতীত - আমি পড়লাম ৩) নিত্যবৃত্ত বা অভ্যস্ত অতীত - আমি পড়তাম। ৪) সাধারণ ভবিষ্যৎ - আমি পড়ব।

যৌগিক কালে ক্রিয়ামূলের সঙ্গে আছ/থাক্ ধাতুর রূপ বিভক্তি হিসেবে যোগ হয়। যৌগিক কালের উপবিভাগ দশটি ৫) ঘটমান বর্তমান - আমি পড়ছি। ৬) ঘটমান অতীত - আমি পড়ছিলাম। ৭) ঘটমান ভবিষ্যৎ — আমি পড়তে থাকব। ৮) পুরাঘটিত বর্তমান - আমি পড়েছি ৯) পুরাঘটিত অতীত — আমি পড়েছিলাম। ১০) ভবিষ্যৎ এবং সম্ভাব্য অতীত — আমি পড়ে থাকব। ১১) নিত্যবৃত্ত বর্তমান ঃ আমি পড়ে থাকি। ১২) নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান — আমি পড়তে থাকি। ১৩) ঘটমান পুরা নিত্যবৃত্ত (অতীত বোধক) — আমি পড়তে থাকতাম। ১৪) পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত (অতীত বোধক) — আমি পড়ে থাকতাম।

এছাড়াও ডঃ রামেশ্বর শ আরও দুটি যৌগিক কালের ব্যবহার দেখিয়েছেন। সে দুটি ১৫) পুরাঘটিত ঘটমান বর্তমান — আমি পড়ে আসছি ও ১৬) পুরাঘটিত ঘটমান অতীত — আমি পড়ে আসছিলাম।

ছকের সাহায্যে এই শ্রেণি উপশ্রেণিগুলি নীচের মতো করে দেখানো যায় ঃ

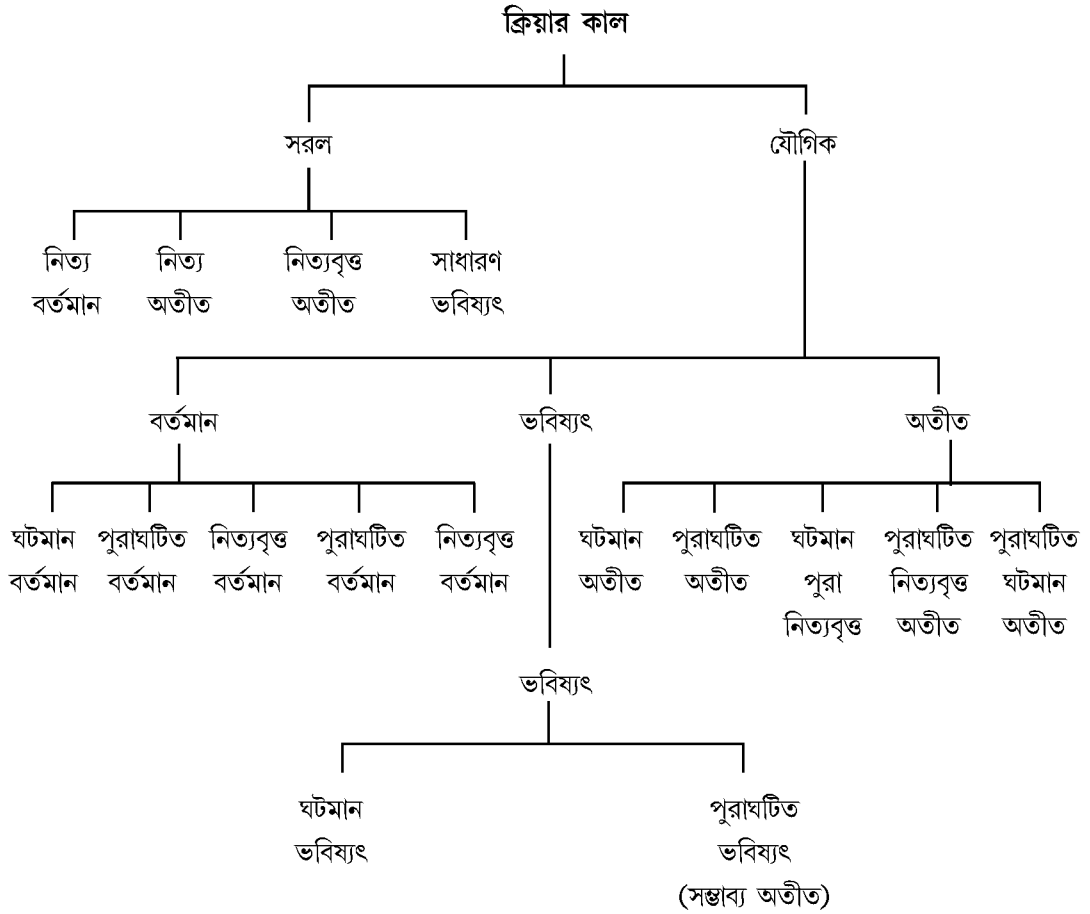


খ) পুরুষ — বাংলার ক্রিয়ারূপের কালের পরেই পুরুষের প্রভাব অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাক্যে কর্তার পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়। যেমন—আমি যাই, তুমি যাও, সে যায় ইত্যাদি।

বাংলায় পুরুষ তিন ধরনের — উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ। মধ্যম পুরুষের আবার তিনটি ভাগ—তুই-তোরা, তুমি-তোমরা, আপনি-আপনারা। প্রথম পুরুষের দুটি ভাগ-সে-তারা ও তিনি-তারা।

তিনটি প্রধান কালে — অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ — পুরুষবাচক বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তিগুলি ছকের সাহায্যে নীচে দেওয়া হল ঃ

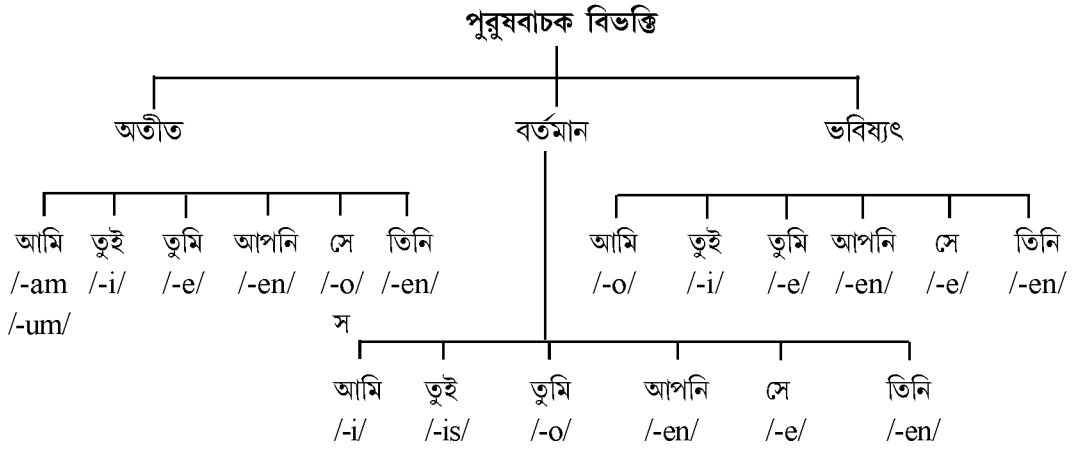


গ) ভাব— বাংলায় ক্রিয়ার ভাব দুরকম— ১) নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক আর ২) অনুজ্ঞা।

ওপরে বর্ণিত ক্রিয়ার ষোলোটি কালই নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক ভাবের দ্যোতক।

অনুজ্ঞা ভাবের দুটি ভাগ— ক) বর্তমান অনুজ্ঞা — যেমন তুই পড়, তুমি পড়ো, আপনি পড়ুন, সে পড়ুক, তিনি পড়ুন।

খ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা — যেমন তুই পড়িস, তুমি পোড়ো, আপনি পড়বেন, সে পড়ুক, তিনি পড়বেন।

উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা ভাবের ক্রিয়ারূপ হয় না।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে ক্রিয়ারূপের বিশ্লেষণ করা যাক।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩১। | Korlam | = Kor-l-am | ধাতু + নিত্য অতীত + পুরুষ বিভক্তি |
| | Korbo | = kor-b-o | ধাতু + ভবিষ্যৎ + পুরুষ বিভক্তি |
| | Kortam | = kor-t-am | ধাতু + নিত্যবৃত্ত অতীত + পুরুষ বিভক্তি |
| ৩২। | Korechi | = kor-e-chi | ধাতু + পুরাঘটিত + আছ ধাতু + পুরুষ বিভক্তি |
| | Korchilam | = kor-e-ch-li-am | ধাতু + পুরাঘটিত + আছ ধাতু অতীত + পুরুষ বিভক্তি |
| | Kortam | = kor-t-am | ধাতু + নিত্যবৃত্ত অতীত + পুরুষ বিভক্তি |

বাংলায় লিঙ্গ ও বচন ভেদে ক্রিয়াপদের কোনো পরিবর্তন হয় না।

### ৬.৮.১ সমাপিকা ও অসমাপিকা

ক্রিয়াপদের দুটি অতি পরিচিত শ্রেণি সমাপিকা ও অসমাপিকা। এ পর্যন্ত আলোচনা শুধুমাত্র সমাপিকা ক্রিয়াপদেরই হয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ গঠিত হয় তিনটি প্রত্যয় যোগে ঃ

৩৩। ইয়া/এ ঃ পড়ে

ইতো/তে ঃ পড়তে, পড়িতো

ইলে/লে ঃ পড়লে, পড়িলে

এরা মধ্যে ইয়া/এ এবং ইতে/তে দ্বিত্ব প্রয়োগ আছে। ইয়া/এর দ্বিত্ব দ্বারা অবিরাম ঘটমানতা বোঝায়। যেমন— মেয়েটি কেঁদে কেঁদে সারা। আর ইতে/তে-র দ্বিত্ব দ্বারা সবিরাম ঘটমানতা বোঝায়। যেমন— দুধটা ফেলতে ফেলতে গেল।

### ৬.৮.২ অকর্মক - সকর্মক - দ্বিকর্মক

বাংলা বাক্যে ক্রিয়া কর্মপদহীন, বা একটি কর্মপদ বা দুটি কর্মপদের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। কর্মপদহীন ক্রিয়াকে বলে অকর্মক ক্রিয়া। যেমন— মেয়েটি লাফাচ্ছে। কর্মযুক্ত ক্রিয়াপদ হল সকর্মক ক্রিয়া। যেমন— রাতুল বল খেলছে। কর্মপদ দুটি থাকলে সেই ক্রিয়া হবে দ্বিকর্মক ক্রিয়া। যেমন— পূজারি দেবতাকে অর্ঘ্য দিচ্ছেন।

রূপের দিক থেকে এই তিন ধরনের পদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।

### ৬.৮.৩ সংযোগমূলক ও যৌগিক ক্রিয়াপদ

সংযোগমূলক ও যৌগিক ধাতুর নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় শ্রেণিই দুটি শব্দ দিয়ে দ্বিপদী ক্রিয়াপদ তৈরি করে।

সংযোগমূলক ক্রিয়াপদে প্রথম শব্দটি বিশেষ্য, বিশেষণ বা অনুসর্গ ও দ্বিতীয়টি ক্রিয়া রূপকল্প। যেমন—

বিশেষ্য + ক্রিয়া = জিজ্ঞেস কর্, বই পড়, অঙ্ক কষ্ ইত্যাদি।

বিশেষণ + ক্রিয়া = বড়ো হ্, কম কর্, শেষ হ্ ইত্যাদি।

অনুসর্গ + ক্রিয়া = পেছনে লাগ্, পাশে থাক্ ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়াপদে প্রথম শব্দটি /e/ বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং দ্বিতীয়টি বাংলায় নির্দিষ্ট বাইশটি ক্রিয়া রূপকল্পের কোনো একটি দ্বারা গঠিত ক্রিয়া পদ। সংক্ষেপে এই শ্রেণির চেহারা হল ঃ

ক্রিয়া$_১$ + ক্রিয়া$_২$

ক্রিয়া$_১$ = ধাতু + e উদাহরণ পড়ে ফেলেছে, করে নে, শুনে ফেললাম, মরে গেল, তাড়িয়ে দাও, শুয়ে পড় ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় ধাতুটির সমাপিকা, অসমাপিকা সবরকম ক্রিয়ারূপই সম্ভব।

### ৬.৮.৪ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয় প্রধানত দুভাবে—

ক) ধাতুর সঙ্গে /-a/oa/ ; /-no/; -ɔn//-on/; -ɔna/ -na/ -ona/ ইত্যাদি রূপ যোগ করে, যেমন /Khaoa/

খাওয়া, /C⊃l-on/ চলন ; /Sun-ani/ শুনানি ; /pala-no/ পালানো ; /taka-no/ তাকানো ; /K⊃ra-no/ করানো ; /Samla-no/সামলানো ইত্যাদি।

খ) ধাতুর সঙ্গে /-ba/ যোগ করে। তারপরে /-r/ -er/ বা /matro/ বসে। যেমন /K⊃r-ba-r/ করবার, /Son-ba-r/ শোনবার, /-d ækh-ba-r/ দেখবার, /K⊃r-ba-mattro/ করবামাত্র, /b⊃l-ba-mattro/ বলবামাত্র ইত্যাদি।

### ৬.৮.৫ ধাতুরূপে বিকল্প

সাধারণত বাংলা ক্রিয়াপদে স্বরধ্বনি ভেদে ধাতুর দুটি করে রূপবিকল্প দেখা যায়। স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগের নীতি অনুযায়ী দুটির একটিতে সংবৃত বা উচ্চরূপ ও অন্যটিতে বিবৃত/নিম্নরূপ বলা যায়। যেমন /likh ও lekh/, /dekh ও dækh/, /Su ও So/, /Kor ও K⊃r/, /Khe ও Kha/-পাওয়া যায় যথাক্রমে /likhi ও lekhen/, /dekhun ও dæKhen/, /Sui ও Sobe/, /Korche ও K⊃ren/, /Khete ও Khan/ ইত্যাদি ক্রিয়ারূপে। এর মধ্যে /likh, dekh, Su, Kor, Khe/ হল উচ্চ বা সংবৃত রূপ এবং /lekh, dækh, So, K⊃r, kha হল নিম্ন বা বিবৃত রূপ।

### ৬.৮.৬ সাধু চলিত

বাংলার সাধু ও চলিত শৈলী ভেদে ক্রিয়ারূপের পার্থক্য হয়। যেমন - যাচ্ছি বনাম যাইতেছি, খাব বনাম খাইব, করে বনাম করিয়া, চলছিল বনাম চলিতেছিল ইত্যাদি।

### ৬.৮.৭ সমাসবদ্ধ শব্দ

এ পর্যন্ত জটিল শব্দের আলোচনা হল এবার সমাসবদ্ধ বাংলা শব্দ সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে দু-চার কথা বলি।

সমাস হল একাধিক শব্দ জুড়ে তৈরি একটা শব্দ। বাংলায় সমাস কে কার ওপর কতটা নির্ভরশীল তার ওপর ভিত্তি করে চাররকম সমাসের কথা বলা যায়।

ক) সব সদস্যই প্রধান — দ্বন্দ্ব সমাস — যেমন ভাইবোন, ছাত্রছাত্রী ইত্যাদি।

খ) প্রথম সদস্যের প্রাধান্য — অব্যয়ীভাব সমাস — যেমন প্রাকস্বাধীনতা, উত্তর আধুনিকতা ইত্যাদি। এখানে প্রাকস্বাধীনতা বলতে কোনো ধরনের স্বাধীনতা নয়, বরং এক ধরনের প্রাক্ বোঝাচ্ছে।

গ) দ্বিতীয় সদস্য প্রধান — তৎ পুরুষ সমাস — যেমন গঙ্গাজল, ঘরবন্দি ইত্যাদি কর্মধারায় সমাস যেমন উড়োজাহাজ, সিংহাসন ইত্যাদি।

ঘ) কোনো সদস্যই প্রধান নয় — বহুব্রীহি — যেমন চারপেয়ে — এখানে চার পেয়ে কোনোটাই প্রধান নয়।

বাংলায় সমাসের মতো দেখতে আরেক ধরনের শব্দ দেখা যায় যে শব্দের দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশেরই প্রতিধ্বনির মতো। এরকম শব্দকে বলে অনুকার শব্দ। যেমন—বইটই, ভাতটাত, আকাশটাকাশ, টিকিটফিকিট ইত্যাদি।

এই এককের পরিসরে এই হল বাংলা রূপতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

## ৬.৯ সারাংশ

সমগ্র এককে আলোচিত রূপতত্ত্বের প্রধান প্রধান সূত্র ঃ—

১। ধ্বনিতত্ত্বের মত রূপতত্ত্বেও তিনটি প্রয়োজনীয় ধারণা হলো রূপ - রূপকল্প - রূপবিকল্প।

২। রূপকল্প ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক। তবে রূপকল্পকে সংজ্ঞার চেয়েও তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে চেনাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

৩। রূপকল্পের দুটি প্রধান ভাগ — স্বাধীন রূপকল্প ও পরাধীন রূপকল্প। পরাধীন রূপকল্পের উপবিভাগ — উপসর্গ, মধ্যসর্গ ও প্রত্যয়।

৪। ভাষায় রূপকল্প-রূপবিকল্প নির্ণয় করা হয় শব্দ চতুষ্কোণের সাহায্যে।

৫। রূপকল্পের ক্ষেত্রে চতুষ্কোণের সদস্যদের মধ্যে অর্থের ভিন্নতা ও বৈপরীত্যের সম্পর্ক থাকবে।

৬। রূপবিকল্পের ক্ষেত্রে চতুষ্কোণের সদস্যদের মধ্যে অর্থের অভিন্নতা ও উচ্চারণের শর্তাধীনতা বা মুক্ত বৈচিত্র্য থাকবে।

৭। বাংলা রূপতত্ত্বের প্রধান দুটি ভাগ — শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ।

৮। শব্দরূপে রূপবৈচিত্র্যে দেখা যায় প্রধানত বিশেষ্য ও সর্বনামে।

৯। শব্দ প্রত্যয়ের মধ্যে প্রধান হলো কারকসূচক প্রত্যয়। এছাড়া অন্যান্য প্রত্যয় হল — শ্রেণিবাচক, বচনবাচক ও লিঙ্গাবাচক প্রত্যয়।

১০। ক্রিয়ারূপে রূপবৈচিত্র্য আনে কালবাচক, পুরুষবাচক ও ভাববাচক প্রত্যয়। বাংলায় কালের উপশ্রেণি ১৬টি, পুরুষের তিনটি — যার রূপ হয় ৬ রকম আর ভাবের দুটি।

১১। ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রে এছাড়াও সমাপিকা - অসমাপিকা, অকর্মক-সকর্মক-দ্বিকর্মক, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এই ধারণাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ।

## ৬.১০ অনুশীলনী

১। ক) উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ

রূপ, শূন্যরূপ, রূপকল্প, রূপবিকল্প, সাপ্লেটিভ রূপ, স্বাধীন রূপ, উপসর্গ, প্রত্যয়, মুক্ত বৈচিত্র্য, শব্দ চতুষ্কোণ, ইউনিক রূপ, সমধ্বনি রূপকল্প, জটিল শব্দ, সরল শব্দ, বিভক্তি, পদ, অনুসর্গ, শ্রেণিবাচক, প্রত্যয়, সিদ্ধ ধাতু, সাধিত ধাতু, সরল কাল, বাংলা মধ্যম পুরুষ, দ্বিকর্মক ক্রিয়া, অনুকার শব্দ।

খ) নীচের বাংলা পদগুলিকে বিশ্লেষণ করুন ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| দেখেছিলেন | = | ফুলটুল | = |
| দেখছিলেন | = | চেষ্টা করে | = |
| পড়তে | = | গাছপালা | = |

| | | | |
|---|---|---|---|
| বাড়িতে | = | ভারতের | = |
| খাতাগুলো | = | নটী | = |
| দিনরাত | = | তোমাকে | = |
| গল্পগুচ্ছ | = | | |

গ) নীচের চতুষ্কোণ থেকে রূপকল্প ও রূপবিকল্পগুলি দেখান ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| /pakhi | Pakhike | pakhir | pakhira |
| ke | Kake | kar | Kara/ |

২। ক) উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন ঃ

অ) রূপকল্প হল ধ্বনিকল্পের ছোটো ছোটো পরম্পরা

আ) রূপকল্পস্থ ধ্বনিকল্পের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যায় না।

ই) রূপকল্প এবং অক্ষর বা দল সমার্থক নয়

ঈ) পুনরাবৃত্ত সব পরম্পরাই রূপকল্প নয়

খ) উদাহরণসহ ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা ব্যাখ্যা করুন।

গ) মুক্তবৈচিত্র্য বলতে কী বোঝেন ? উদাহরণসহ বোঝান।

ঘ) রূপকল্পের শ্রেণিবিভাগ করুন।

ঙ) রূপবিকল্প নির্ধারণের সূত্রগুলি কী কী ?

চ) বাংলা শব্দরূপে বচন ও লিঙ্গের ভূমিকা আলোচনা করুন।

ছ) বাংলা যৌগিক ও সংযোগমূলক ক্রিয়ারূপ বর্ণনা করুন।

৩। ক) রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প—এই তিনটি ধারণা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

খ) বাংলা ক্রিয়ারূপে কালের ভূমিকা ও শ্রণি আলোচনা করুন।

গ) শর্তাধীনতা বলতে কী বোঝেন ? ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক শর্তাধীনতা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) স্বাধীন ও পরাধীন রূপকল্পের প্রেক্ষিতে বাংলা শব্দের গঠন আলোচনা করুন।

ঙ) বাংলা শব্দরূপের কারক-বিভক্তির ভূমিকা আলোচনা করুন।

চ) বাংলায় যৌগিক কাল কী ? কতরকম যৌগিক কাল আছে ? উদাহরণ দিন।

ছ) বাংলা সমাসবদ্ধ পদের আলোচনা করুন।

৪। ক) বাংলা রূপতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

খ) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে রূপকল্পের ধারণা স্পষ্ট করুন।

গ) শব্দ চতুষ্কোণের সাহায্যে রূপকল্প ও রূপবিকল্প নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করুন। যথেষ্ট উদাহরণ দিন।

ঘ) বাংলায় কোন্ কোন্ পদের রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়। বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের রূপবৈচিত্র্য উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

## ৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি


১। প্রবাল দাশগুপ্ত, ১৯৯৩ ভাষা বর্ণনার স্তর (প্রবন্ধ) নিসর্গ ৩য় সংখ্যা, ১-১১৩ পৃঃ

২। রামেশ্বর শ, ১৯৮৮, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপনী, কলকাতা।

৩। সুকুমার সেন, ১৯৬৮, ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ন পাবলিশার্স কলকাতা।

৪। Gleson, H. A. 1961, An Introduction to Descriptive Linguistics, Oxford & IBP Publishing Co. Delhi, Bombay, Calcutta.

৫। Hockett, C. F. 1976, A Course in Modern Linguistics Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi, Bombay, Calcutta.